নাম কী রে তোর

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

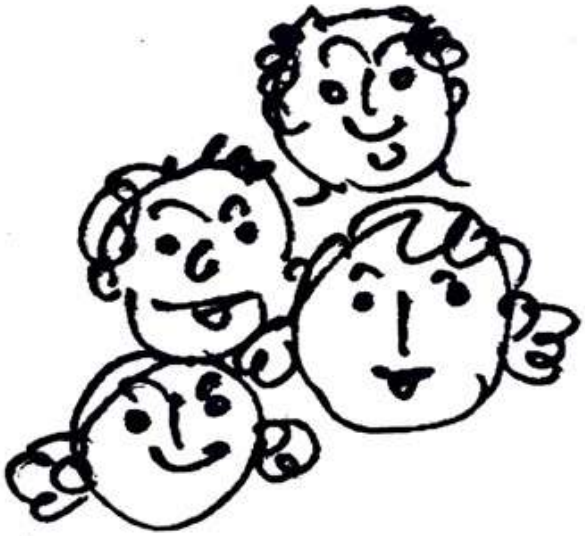

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

অরণ্যদেব	❑	১১
বা রে হুজুগ! বা!	❑	১২
হুজুগ ছাড়া বাঁচব নাকি?	❑	১২
মেয়ে যদি নিতে চায় ...	❑	১২
বলবে, 'হ্যাঁ, দিল আছে!'	❑	১৩
যাবেনই বৃদ্ধা স্বর্গে	❑	১৩
জয় হবে মশারই	❑	১৪
সমুদ্দুরেই যা	❑	১৪
তলায় পুলিশ চাইছেটা কী?	❑	১৪
এই ব্যাটা! তুই চোর কি?	❑	১৫
এই নে— গুলি খা	❑	১৫
একদা সে পক্ষী	❑	১৫
তোরে ঘরের কথা কই	❑	১৬
লেখা নেই বইতে!	❑	১৬
চা-টা দিয়ে যান না!	❑	১৬
বধূ হে!	❑	১৭
কপাল-এক	❑	১৭
কপাল-দুই	❑	১৭
ছোট গিন্নি ধরেন হাঁড়ি	❑	১৭
নতুন বউ কি নতুন জুতো?	❑	১৮
বিবিজান! ফিইর‍্যা যান!	❑	১৮
এক বউয়ে আর চলছে না। তাই ...	❑	১৮
ও ভাই কানাই রে!	❑	১৯
চোখ বুজে দিন দাঁড়ি	❑	১৯
বইমেলাতে	❑	১৯
বলবে, 'কী রাগী এ!'	❑	২০
ছু মন্তর ছুঃ!	❑	২০

তোর তাতে কী? ❑ ২১
হবু যখন ডিগবাজি খান— ❑ ২২
আলটুং ফালটুং ❑ ২২
দেখছিস না—মন্ত্রী আসছে? ❑ ২৩
তোমায় কিন্তু কাটতে হবে ❑ ২৩
লজ্জায় মরে যাই! ❑ ২৩
এলাটিন বেলাটিন সই লো! ❑ ২৪
কাউয়ায় ধান খাইল রে! ❑ ২৪
বিলটা যদি ... ❑ ২৫
ভুলবেন না ❑ ২৫
মূক হয় বাচালও ❑ ২৫
কালে কালে হচ্ছে কী? ❑ ২৬
তবে কেন নেব না? ❑ ২৬
তোর-আমার একই রেট? ❑ ২৬
ছু মন্তর ❑ ২৭
বাবার সেবায় ❑ ২৭
আসছে বছর—আবার হবে! ❑ ২৭
শহরে তা হত যদি ❑ ২৮
আমি চাপছি না ❑ ২৮
মনে করিস জঞ্জালই ❑ ২৮
কলকাতা চলে যাবে নরকের ম্যাপে! ❑ ২৯
শিশুরা কি সকলেই গৌতম বুদ্ধ? ❑ ২৯
আর হবে সে কী? ❑ ২৯
আর যাব না কলকাতাতে ❑ ২৯
যাবই যাব কলকাতাতে ❑ ৩০
চলি রে পাঁচু! ❑ ৩১

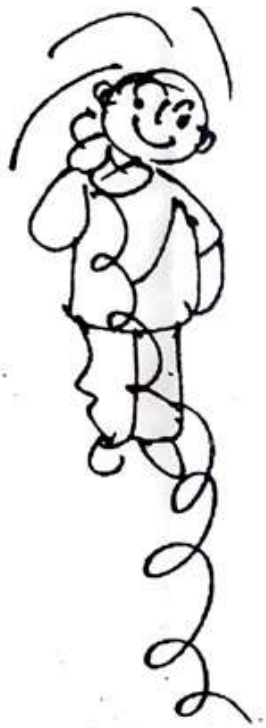

অরণ্যদেব

—কিরিং কিরিং ...
—হ্যাল্লো হ্যালো!
—পিঙ্কি আছে?
—বাইরে গেছে।
—কোথায় গেছে?
—তা জানি না।
—ফিরবে কখন?
—তা-ও জানি না।
—আচ্ছা শুনুন!
—জলদি বলুন।
—ও আসলে
বলবেন যে,
অরণ্যদেব
লেকের ধারে
সন্ধে ছ-টায়।
থাকতে পারে।
— স্টপ ইট স্টুপিড!
গুণ্ডা ইতর!
নাম কী রে তোর?
—অরণ্যদেব!
—অরণ্যদেব!
কী বলতে চাস?
—ঠকাং ঠকাস্!
—ঠকাং ঠকাস্!

বা রে হুজুগ! বা!

তে ধিনিকি রে ধিনিকি ধে ধিনিকি ধিন—
দুধ খাচ্ছেন গণেশ ঠাকুর, একটু নেচে নিন।
তে ধিনিকা রে ধিনিকা ধে ধিনিকা ধা—
ঘরের গণেশ দুধ পেল না! বা রে হুজুগ! বা!

হুজুগ ছাড়া বাঁচব নাকি?

দুধ খেয়েছেন গণেশ ঠাকুর!
হেই দাদা চল গ্রহণ দেখি।
এটাই এখন লেটেস্ট হুজুগ।
হুজুগ ছাড়া বাঁচব নাকি?

মেয়ে যদি নিতে চায় ...

পণ আমি নেব না তো এক কানাকড়িও।
ছেলেও চায় না নিতে একগাছা দড়িও।
তবে যদি মেয়েকেই দিতে চান শাড়ি ও
ফ্রিজ-টিভি সোনাদানা, নিতে পারি বাড়িও।
মেয়ে যদি নিতে চায়, নিতে পারে গাড়িও।

বলবে, 'হ্যাঁ, দিল আছে!'

যা যা কিছু দেবেন, তা আপনার মেয়েকেই
দিচ্ছেন মনে করে কিনবেন সে ভাবেই।
আপনার মেয়ে আর নতুন জামাইটি।
বাস-ঝুলো হয়ে যাবে? ভাবুন সে ভিউটি!
একটা মারুতি হলে খুশি হত মেয়েরা।
আমি হলে দিতাম তো কন্টেসা-সিয়েরা।
ফ্রিজ-টিভি-আলমারি—খাট-ফাট না দিয়ে
ক্যাশ দিলে লোকে বলে বাস্তবাদী এ।
মেয়েটা তো আপনারই! আমার আর কী আছে?
লাখ দশ দিলে লোকে বলবে, 'হ্যাঁ, দিল আছে!'

যাবেনই বৃদ্ধা স্বর্গে

সাত দিন ধরে আনক্লেইম্‌ড্‌ হয়ে পড়ে রইলেন মর্গে।
বৃদ্ধাশ্রমে যেত না ছেলেরা। কিংবা স্বজন-বর্গে।
বৃদ্ধাশ্রমে হয়েছে কলেরা—
আসেনি মেয়েরা! এবং ছেলেরা!
শ্রাদ্ধের ঘটা দেখে মনে হয়—যাবেনই বৃদ্ধা স্বর্গে!

জয় হবে মশারই

ম্যালেরিয়া মশা বলে, 'জয় হবে মশারই।
যতই খাটা না তোরা মশা-প্রুফ মশারি।
মশারির দিন শেষ।
করে দেব নিঃশেষ।
একদিন এ গ্রহটা হয়ে যাবে মশারই।

সমুদ্দুরেই যা

ইস্টি-কুটুম মিষ্টি-কুটুম ইলিশ মাছের ছা!
টাকার গরম ভালবাসিস। ছা-পোষাদের না।
কালো টাকার সোহাগী লো— লোনা জলের ছা!
গঙ্গায়, না পদ্মায়, না সমুদ্দুরেই যা।

তলায় পুলিশ চাইছেটা কী?

মাতঙ্গিনীর স্ট্যাচুর মাথায়
নিত্য পড়ছে খুশ্‌কি।
তলায় পুলিশ চাইছেটা কী?
দু-চার টাকা ঘুস কি?

এই ব্যাটা! তুই চোর কি?

চোরকে ধরতে নাকাল পুলিশ
খায় একান্ন চরকি।
নিজের ছায়াই জাপটিয়ে বলে,
'এই ব্যাটা! তুই চোর কি?'

এই নে— গুলি খা

সোমালিয়ার ল্যাংটা শিশু
কঙ্কালসার গা,
পাসনি খেতে তিন দিন কি?
এই নে, গুলি খা।

একদা সে পক্ষী

মেয়েদের মন — যেন মুক্ত-বিহঙ্গী।
পালকের মতো তারা বদলায় সঙ্গী।
চেটেপুটে মধু খেয়ে একদা সে পক্ষী
শাঁখা ও সিঁদুর পরে সাজে সতী-লক্ষ্মী!